Times of India 11/10/20 3804/c/2020

entire puja in hospitals.

"I am exhausted and need a break badly. But given the present scenario and the impending situation post-Puja, it is going to be a long haul for us," said a doctor in the core Covid team at the Infectious Diseases and Beliaghata General (IDBG) Hospital.

IDBG was the first hospital in the state to set up a Covid unit. Three doctors — Shekhar Ranjan Paul, Yogiraj Ray and Koushik Chowdhury — have been tending to Covid patients right from the first day. Their colleagues, including Rammohan Roy and Biswanath Sharma, joined later. None of them has taken any break in the past eight months.

"The only time I took off was in July when I got infected and had to be on home isolation for about 10 days and that's about it," said critical care specialist Susruta Bandyopadhyay, who has been leading his team at AMRI Hospital Salt Lake's Annexe unit that the government took up as its Covid facility.

It was a kind of work from home even during home isolation for Ban-

> We have been slogging all these months. We don't complain because it is our duty. But it hurts when people ignore all preventive protocols
> **A doctor at a govt Covid hospital**

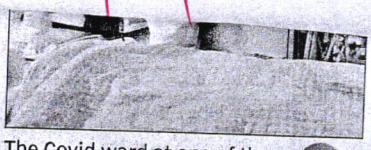

The Covid ward at one of the city hospitals

Pandemic protocol a casualty of rush at shopping hotspots

Krishnendu Bandyopadhyay & Subhro Niyogi | TNN

Kolkata: With the shopping frenzy reaching its peak on the penultimate weekend before Durga Puja, social distancing became the biggest casualty at the city's shopping hubs on Saturday. Health experts are now extremely worried about a fresh spike in Covid-19 cases. The shopping spree, some senior officers said, was an indicator of what the size of pandal-hopping crowds would be during the Puja days.

At the shopping hubs, however, the worry of doctors and police was replaced by satisfied smiles of the traders. Shankar Ghosh of Style Boutique in Gariahat said, "In the last leg of Puja shopping, we have recovered almost 70% compared to last year. We have changed the range of dress materials to suit the affordability of middle-class customers hit hard by the economic recession." Ghosh, whose 300sqft shop had customers jostling for space, added, "Everything depends on the Almighty. If I am to get infected, it will be even if I sit at home."

Atif Rehman, who runs a small leather bag shop on Lindsay Street, said, "We were the worst hit by the pandemic. We did not even expect to sell leather bags when people were buying only food and essentials. I had zero business during Eid. But now things have started turning around. People are buying bags and belts. We are also offering big discounts, minimizing our profit margin."

Cops on Saturday had a harrowing time managing traffic and controlling crowds. After 6pm, however, cops gave up when the crowd grew to an unmanageable size at New Market. "We deployed civic volunteers so people could be dispersed. But after a point, the crowd overshadowed them," said an officer.

Kolkata Municipal Corporation (KMC) on Saturday made an appeal to maintain social distancing and wear masks. KMC workers also distributed masks.

"But most people pulled their masks down while speaking. Some even took offence when we insisted they wear the mask properly while speaking. After a point, we stopped advising people fearing loss of customers," said Sukamal Saha of Textile Mart at Hatibagan.

Amit Moulick & Debobrata Shome

(From top) The shopping hubs of New Market, Gariahat and Hatibagan were bursting at the seams with customers on Saturday

The shopping crowds have also left many Puja organizers jittery about managing visitors at pandals. Forum for Durgotsav secretary Saswata Basu, who is also a functionary of the Hatibagan Sarbajanin Durgotsav, said it is a scary situation in his neighbourhood every evening. "Covid is no longer a concern. There is defiance. Remember what happened to Kerala after Onam and Maharashtra after Ganesh Puja? Unless people behave sensibly, the situation here will be no different. If there is a case spike in the neighbourhood after Puja, it is we who will have to face the music from locals," he said.

Pries cor dur 4-day

▶Continue

Jayanta K decided workshop multaneous ja committe workshops the different perform Dur

The Sarb chya Acade oriental stu organizing with priest three decades

Kushary ducted two se week of Sep week of Octo sion will be he Pujas later th al organizers tries have scal tions due to guidelines. S training them form all the hering to the r safety guidelin

Kaushik member of th hit Sabha, sai couldn't fly where he has with a Durga P years. "But I ha ritual to the org ly. I will also them during th them out if the culty," Mukherj

Sourabh Ba been nominated mittee in Toron line sessions, s this year is go symbolic here s social-distancin place. I am learn some basic rul the Puja."

Vol. XXI Serial No. 40 "Published for the proprietors, Bennett, Coleman & Co. Ltd, by Shivaji Sen at 105/7A, S N Banerjee Road, Kolkata-700014 and printed by him at Times House, Plot no.2, Block-EM, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700091. Editor: Sunan the publisher is p

CMYK

CMYK

প্রতিদিন ২২/১০/২০

■ শোভাবাজার রাজবাড়িতে দুর্গাপ্রতিমার চোখ আঁকা হচ্ছে। রবিবার। —শুভাশিস রায়

শপিং-আনন্দে দূরত্ববিধি শিকেয়

স্টাফ রিপোর্টার: রবিবার করোনা সংক্রমণে রেকর্ড করেছে রাজ্য। ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ পৌঁছেছে ৩,৬১২-তে। মৃত্যু ৫৯ জনের। তবু পুজো শপিংয়ের আনন্দে কমতি নেই। পুজোর বাকি ১২ দিন। ছুটির দিনের সকাল থেকেই তাই থিকথিকে ভিড় গড়িয়াহাট থেকে হাতিবাগান অথবা বারুইপুর থেকে সোনারপুর। কাঁচরাপাড়া, নৈহাটি বা বারাসত— জেলার ছবিটাও একই। করোনা বিধি শিকেয়!

সামাজিক দূরত্ব? সেসবের বালাই ছিল না স্বাভাবিকভাবেই। মাস্ক? তা ছিল বটে অনেকের। কিন্তু নিয়ম মেনে ক'জনের নাক-মুখ ঢাকা পড়েছিল তাতে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারও মাস্ক ঝুলেছে কান থেকে। কারও স্রেফ থুতনিটুকু ঢাকা। সেও শতাংশের হিসেবে আর কত? অধিকাংশেরই তো বাজার করার উৎসাহে মাস্ক থেকে গিয়েছে পকেটে বা বটুয়ার অভ্যন্তরে। ক্রেতা, বিক্রেতাদেরও। ফাস্টফুড বা শাড়ির দোকান বা শপিং মল, সব জায়গাতেই চিত্রটা একই। কে বলবে কিছুদিন আগেও এই শহর বন্দি ছিল লকডাউনের বেড়াজালে?

পুজোর আনন্দের প্রাবল্যে এরকমটা যে হতে পারে, তা অবশ্য আগে থেকেই কিছুটা হলেও আন্দাজ পেয়েছিলেন পুলিশ ও পুরসভার কর্তারা। যে কারণে রবিবার মহানগরীর বাজারের ভিড়ের বাড়বারন্ত এলাকায় দুপুর থেকেই মোতায়েন করা ছিল অতিরিক্ত সংখ্যক পুলিশ ও পুরকর্মী। লাগাতার চলেছে মাইকিং-ও। মাস্ক পড়তে, স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখতে, দোকানের সামনে জটলা না করতে, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে দিনভর সতর্ক করা হয়েছে ক্রেতাদের। কিন্তু কে শোনে সে 'সুবচন'?

■ রবিবার নিউমার্কেটে পুজোর বাজারের ভিড়। —পিটিআই

নিউ মার্কেটে দেখা মিলল কলকাতা পুলিশের এক কর্তার। মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিড়ের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছেন। প্রশ্ন করতেই রীতিমতো করুণ মুখ তাঁর। "যে যে জায়গাগুলিতে মানুষের ভিড় হয়েছে, সেখানে তো বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও পরিবার থেকে পাঁচজন বা আট-দশ জন এসেছেন বাজার করতে। অধিকাংশেরই মুখে মাস্কের বালাই নেই। দোকানিও তথৈবচ! কী করব বলুন তো?" কাতর গলায় বলছেন পুলিশ কর্তা। তাঁর কথায়, সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে। কিছুতেই মুখে মাস্ক রাখতে চাইছে না তাঁরা। পুলিশকর্মীরা বাজারে ঢুকে জনে জনে বলেও কিছু করতে পারছেন না। দেখা গেল শহরের বেশ কয়েক জায়গায় হাতে মাস্কের গোছা নিয়ে ঘুরছে পুলিশ। কারও মুখে মাস্ক না থাকলে তাঁকে তা পরানো হয়েছে। কিন্তু সে আর ক'জনকে?

ছয়ের পাতায়

ঠার দাবি, প্ত পাণ্ডুয়া

আর সাধারণের জন্য যদি লোকাল ট্রেন চালু না হয় তবে তাঁরা স্পেশাল ট্রেনে কাউকে উঠতে দেবেন না। জনতার অভিযোগ, গত দু'দিন এই স্পেশাল ট্রেনে বাধ্য হয়েই উঠেছিলেন অনেকে। অভিযোগ, ট্রেনের দায়িত্বে থাকা রেল পুলিশের হাতে তাঁদের হেনস্তার শিকার হতে হয়। এদিকে পাণ্ডুয়ায় অবরোধের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বৈঁচি স্টেশনে সাধারণ মানুষ অবরোধ শুরু করে দেয়। সকাল সওয়া ন'টা নাগাদ ব্যান্ডেল থেকে রেলকর্মীদের নিয়ে হাওড়া অভিমুখে একটি স্পেশাল ট্রেন যাত্রা করার পর হুগলি স্টেশনে সাধারণ মানুষ রেললাইনের উপর বোল্ডার ফেলে অবরোধ করে। সাড়ে দশটা নাগাদ বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে বৈঁচি স্টেশনে অবরোধ তুলে দিলেও পান্ডুয়ার অবরোধ তুলতে ব্যর্থ হয়। প্রায় সাড়ে ছ'ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ। স্থানীয় দুই তৃণমূল নেতা অসিত চট্টোপাধ্যায় ও রহিম নবি গিয়ে অবরোধকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও অবরোধকারীরা তা শোনেনি। এরপর দুপুর ১২টা নাগাদ হাওড়া থেকে বিশেষ ট্রেনে করে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট মহম্মদ আসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কাছ থেকে দাবি সংক্রান্ত লিখিত সনদ গ্রহণ করে বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দিলে

গোল্ডেন মারীর সাথে পরিচ্ছন্ন হাতে!

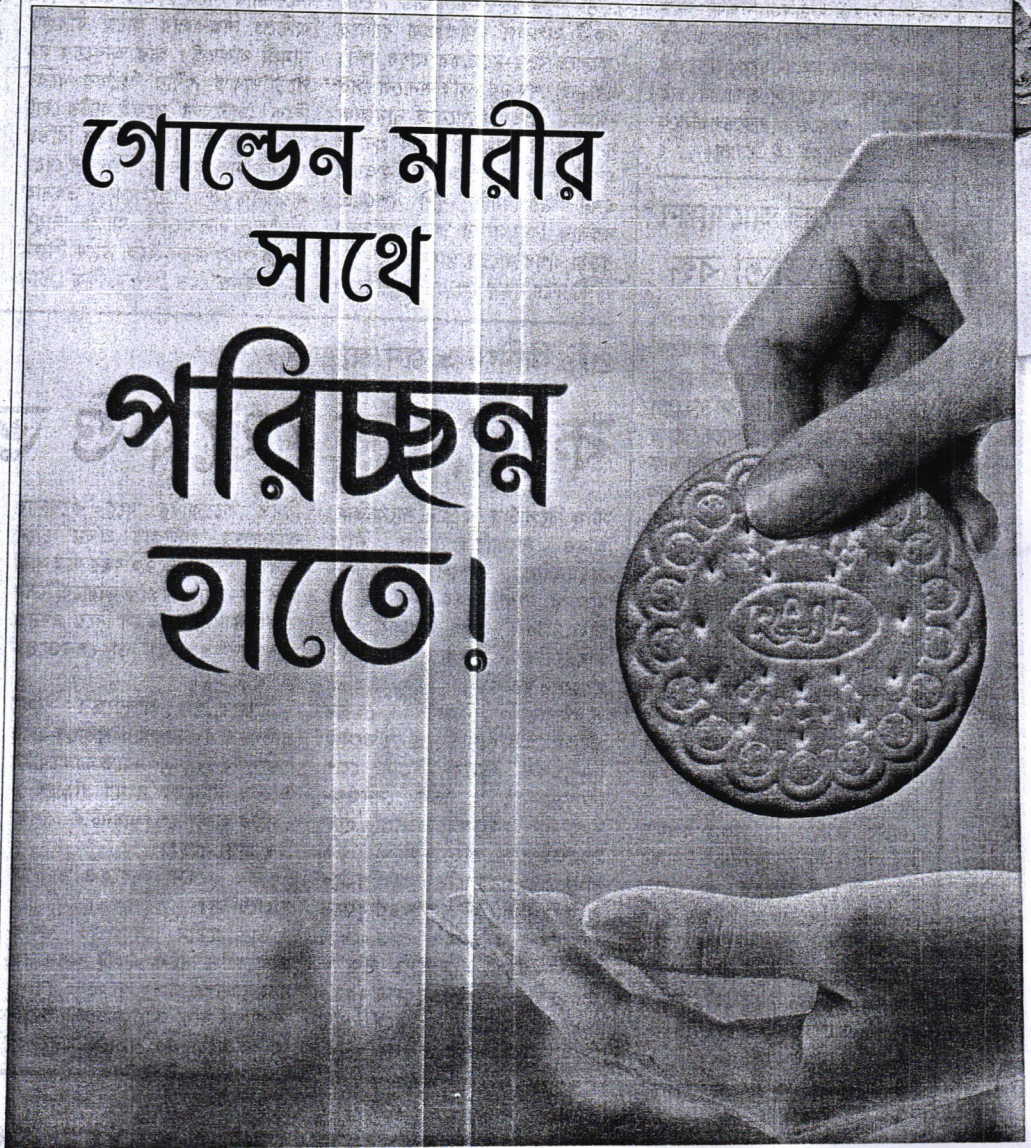

ধুরী। গ্রাম-
জেলা-
কোর্টে
ডভিট বলে
রতি গঁড়াই
তি চৌধুরী
ও আরতি

D/o Rohim
গ্রাম, থানা-
মান। আধার
Khatun, D/o
য় গত 9-10-
DEM কোর্টের
টি সংশোধন
n D/o Rohim
Khatun, D/o
ই ব্যক্তি বলিয়া

প্তি

স্ট্রক্ট ডেলিগেট
, পূর্ব বর্ধমান
নং 01 of 2019
পাল,
ণকে জ্ঞাত করা
অত্র আদালতের
থানার অন্তর্গত
লু পাল, পিতা-মৃত
উইলের প্রবেট
রোক্ত দরখাস্তকারী
আনয়ন করিয়াছেন।
ব্যক্তির উক্ত উইল
বক্তব্য বা আপত্তি
- ০৯-১২-২০২০
আদালতে হাজির
ল করিবেন। অন্যথায়
াদেশ প্রচারিত হইবে

আদেশ অনুসারে
সোমনাথ দাস
সেরেস্তাদার
সিভইল জজ (জু.ডি.)
থম আদালত কাটোয়া।

নাটিশ

F THE KALYANI
NICIPALITY

e Complex : Kalyani:
st Bengal PIN-741235

OTATION NOTICE
e-Quotation No.: WBMAD/
NIQ-01/STADIUM/2020-21

Kalyani Municipality invites an
tion" for "Allotment of stadium
or, on long term lease (Monthly
asis) of 25 year for commercial
ed at Kalyani Stadium near
cipality, City Centre Complex
a, Pin : 741235, Under Kalyani
Date of Publishing - 12/10/2020
e **http://wbtenders.gov.in** and
municipality.org other details
or the related work is available
oned website:

Chairperson
Board of Administrators
Kalyani Municipality

াগাযোগ করুন
১১

এবং পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির উল্লেখ করে তিনি হাজিরা পিছিয়ে দিতে ... কোনও সময়ে রিপাবালিক টিভির সর্বময় কর্তা অর্ণব গোস্বামী-সহ সংস্থার প্রোমোটার, ডিরেক্টরদের তলব করা হতে পারে। অভিযুক্ত আরও দু'টি চ্যানেল 'ফক্ত মারাঠি' এবং 'বক্স সিনেমা'র মালিক-সহ চারজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই সংবাদ চ্যানেলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি টিআরপি রেটিং থাকার দাবি করে আসছে রিপাবলিক টিভি। অভিযোগ, দর্শকদের নগদ টাকা দিয়ে রেটিং বাড়িয়েছে তারা। যদিও রিপাবলিক টিভির পাল্টা দাবি, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্তে মুম্বই পুলিশের সমালোচনা করায় তাদের হেনস্তা করা হচ্ছে। চ্যানেলের প্রধান অর্ণব গোস্বামী দাবি করেছেন, মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। না হলে মানহানির মামলা করবেন তিনি। পুলিশের সমনকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিএফও সুন্দরম। গত বৃহস্পতিবার এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনেন মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং। তিনি বলেন, ভুয়া খবরের প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষত সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনার ক্ষেত্রে, বিশ্লেষণের সময় এই তথ্যগুলি উঠে এসেছে।

শপিং-আনন্দে দূরত্ববিধি শিকেয়

একের পাতার পর

বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট। হাতিবাগানের অপরিসর ফুটপাতে হকারদের পশরার সামনে মানুষের ভিড়। পারস্পরিক দূরত্বের বালাই নেই। পথচারীদের ধাক্কা দিয়ে সালোয়ারের দরাদরি শেষে পাশের ইমিটেশন গয়নার স্টলে দৌড়চ্ছে কলেজ পড়ুয়া কিশোরীর দঙ্গল। গড়িয়াহাটের মোড়ের কাছেই একটি রোল-চাউমিনের দোকানের সামনে গোটা তিনেক পরিবার। জটলায় অন্তত জনা বারো। দোকানের কর্মীরাও অর্ডার মাফিক রোল-চাউমিন বানানোর ব্যস্ততায় মাস্ক-টাস্ক খুলে রেখেছেন। আর অদূরেই এক নাগাড়ে মাইকে চলছে কলকাতা পুলিশর প্রচার। "মাস্ক পড়ে থাকুন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।" অবাধ্য জনতাকে নিয়ম মানাতে প্রাণপন চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি অবশ্য পুলিশ। সারাক্ষণ সিসিটিভি-তে চোখ রেখেছেন আধিকারিকরা। 'বেগড়বাই' দেখলেই ছুটে গিয়েছেন। ক্রেতাদের দূরত্ব মেনে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তখনকার মতো ভিড় সরে গেলেও একটু পরেই— যথাপূর্বং। বাঁধনছাড়া ভিড় ছিল এদিন শহরের শপিং মলগুলিতেও। মাস্ক পরে বা স্যানিটাইজারে হাত ধুয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়েছে সেখানে। কিন্তু ওই টুকুই! ভিতরে ঢোকার পরই সব নিয়মের সমাপ্তি। নিউ মার্কেটে সামনের ফুটপাতে গরম চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছেন গোয়েন্দা পুলিশের বহুদিনের পরিচিত পোড় খাওয়া আধিকারিক। তাঁর দুশ্চিন্তা পরের রবিবার নিয়ে। "ওটা তো পুজোর আগে শেষ রোববার ভাই! আজকের ডবল লোক নামবে। ওই ভিড় নিয়েই তো চিন্তা!"

আজ ছোটপর্দায়

হিট লিস্ট

বাবুমশাই বন্দুকবাজ

অ্যান্ড পিকচার্সে রাত ১০.১৬-এ

জি বাংলা

দুপুর ৩.০০ : সাঁঝবাতি

জলসা মুভিজ

সকাল ১০.১০ : সাত পাকে বাঁধা
দুপুর ১.২৫ : কেলোর কীর্তি

জি বাংলা সিনেমা

বেলা ১২.০০ : তোর নাম
দুপুর ৩.০০ : অমর প্রেম
রাত ৯.৩০ : বসন্ত বিলাপ

স্টার গোল্ড

সকাল ১০.৩০ : সিংহম
বিকেল ৪.৫০ : গোলমাল ৩

অ্যান্ড পিকচার্স

দুপুর ১.৩৫ : গদর এক প্রেমকথা
রাত ১০.১৬ : বাবুমশাই বন্দুকবাজ

কালার্স বাংলা

দুপুর ২.০০ : আপন হল পর
রাত ৯.০০ : লাল পান বিবি

শব্দমালা

১০,৩৯৪

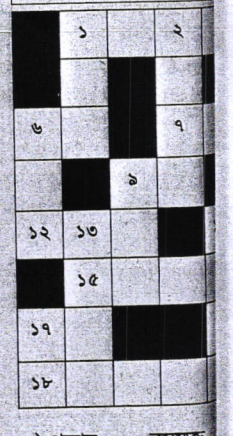

পাশাপাশি
১) অল্পক্ষণ স্থায়ী
৫) নিশ্বাস প্রশ্বাস
৬) 'যদি তোর — শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'
৭) বাঙালির প্রিয় ও প্রধান খাদ্য
৯) সুরের বিস্তার
১০) হাল বা লাঙল টানা বৃষ
১২) প্রকার
১৪) নীচ
১৫) প্রগাঢ়

রসযুক্ত
১৬) যা
মাথা আ
১৭) অ
সম্মতি
১৮) ফু
ফাঁপিয়ে
উপরনি
১) রামা
মিথিলার
এবং সী
পিতা
২) কর
৩) পা

সমাধান : শব্দমালা ১০,৩৯৩

রো	জ	না	ম	চা	■	ম	জা
কা	ঠ	■	■	ই	ত	স্ত	ত
■	র	মা	■	নি	■	■	হা
শী	■	ল	■	জ	ল	ধা	রা
ত	ক্ত	পো	শ	■	লি	■	নো
ল	■	■	রি	■	তা	ক	■
পা	কা	শ	য়	■	■	ব	লী
টি	কি	■	ত	ন্নি	ব	ন্ধ	ন

কলকাতা সোমবার ১২ অক্টোবর ২০২০

■ **থিকথিকে:** পুজোর বাকি আর মাত্র দু'সপ্তাহ। রবিবার কেনাকাটার হিড়িকে পা ফেলার জায়গা নেই নিউ মার্কেট চত্বরে। *ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক*

উৎসবের জোয়ারে বাঁধ দিতেই পুজো অন্যরকম!

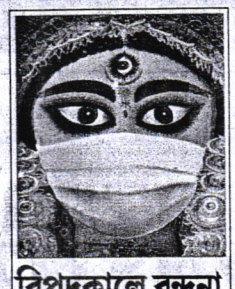

বিপদকালে বন্দনা

নীলোৎপল বিশ্বাস

"পাড়াটাকে তো বাঁচাতে হবে! করোনার পরিস্থিতিতে এমন পুজো করব কেন, যা দেখতে প্রচুর লোকে ভিড় করবেন?"— বলছিলেন কুমোরটুলি সর্বজনীনের পুজোকর্তা দেবাশিসবাবু জানান, পুজোর বাজেট ৮০ শতাংশ কমিয়ে সেই টাকায় আমপান বিধ্বস্ত এবং লকডাউনের পরে প্রায় অর্থশূন্য গ্রামগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। কুলতলির শ্যামনগর গ্রামের ১৯০টি পরিবারের পুজোর পোশাক এবং পুজোর চার দিনের খাবারের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। আগামী ১৭ অক্টোবর কুমোরটুলি সর্বজনীনের প্রতিমার চক্ষুদানের পরে ওই পুজোর উদ্যোক্তারা ছোট একটি দুর্গামূর্তি নিয়ে শ্যামনগর গ্রামে যাচ্ছেন। সেখানেই চার দিন ধরে ওই দুর্গা প্রতিমার পুজো করার পরিকল্পনা হয়েছে। তাঁর কথায়, "শ্যামনগরের গ্রামেই সেখানকার বাসিন্দাদের নিয়ে এ বার আর একটি পুজো করবে কুমোরটুলি। শহরে ভিড় বাড়িয়ে করোনা ছড়ানোর চেয়ে এই আয়োজন মঞ্চ হিসেবে দেখছি। পার্কে ঢোকার মুখে স্যানিটাইজার টানেল রাখছি। দর্শনার্থীদের জন্য মাস্ক থাকছে। আর পার্ক জুড়ে বড় বড় হোর্ডিংয়ে করোনা-বিধি মেনে চলার বার্তা লেখা থাকবে।"

জনতার ঢল নামানো দক্ষিণ কলকাতার আর এক পুজো কমিটি ত্রিধারা সম্মিলনী এ বার ব্যানার-হোর্ডিংয়ে প্রচার করছে, 'এই অকালে বোধন হোক, উৎসব নয়।' পুজোর অন্যতম কর্তা দেবাশিস কুমার বললেন, "এ বার পুজো শুধুই নিয়মরক্ষার, সেটা বোঝাতেই এই হোর্ডিং। এ বার পুজোয় শুধু পাড়ার লোকেদের চাই। বাইরে থেকে কোনও দর্শনার্থী না এলেই খুশি হব।" ৭৪তম বছরে ত্রিধারা এ বার কোনও থিমই করছে না।

‘যা হওয়ার হবে, পুজোর আগে আর এ নিয়ে ভাবব না’

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুজোর কেনাকাটা করতে বেরোনো বেপরোয়া জনতার ঢল দেখে প্রশ্ন উঠছে, এখনই এই হলে পুজোর দিনগুলোয় কী হবে? চিকিৎসকদের বড় অংশের আশঙ্কা, উৎসবের প্রস্তুতির সময়েই যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে পরে হাসপাতালগুলিতে কোভিড রোগীর শয্যা মিলবে না। এই পরিস্থিতিতে রবিবারও পুজোর বাজারে বেপরোয়া জনতার ভিড়ই চোখে পড়ল। দূরত্ব-বিধি মানার বালাই তো নেই-ই, অনেকের আবার নেই মাস্ক পরার দায়িত্ববোধও!

■ অনিমিতা রায়, গড়িয়াহাট

সন্ধ্যায় তখন ভিড়ে পা ফেলারও কার্যত জায়গা নেই। সেখানেই পুজোর কেনাকাটা করতে সপরিবার হাজির চেতলার বাসিন্দা অনিমিতা। নাক-মুখ ঢাকার বদলে মাস্ক ঝুলছে গলার কাছে। বললেন, “সব জানি। কিন্তু সব সময়ে মাস্ক পরে থাকার কথা মনে রাখা যায় না।” আরও বললেন, “যা হওয়ার হবে, পুজোর আগে আর এ নিয়ে ভাবব না।”

■ স্বপ্না দাস বৈরাগী, ধর্মতলা

রবিবার দুপুর থেকেই ধর্মতলায় এমন ভিড় বাড়তে থাকে যে বাড়তি পুলিশ নামাতে হয়। সেখানেই প্রবল ভিড়ে মাস্ক ছাড়া ঘুরতে থাকা স্বপ্না বললেন, “এই সেরেছে! ধরা পড়ে গেলাম।” হাসতে হাসতে এর পরে তিনি বলেন, “সবাই ঠিকই বলছে। মাস্ক পরা উচিত। ব্যাগে মাস্ক, স্যানিটাইজার সবই আছে। বিশ্বাস করুন, আর মাস্ক খুলে ঘুরব না।”

■ মনীষা চট্টোপাধ্যায়, হাতিবাগান

কেনাকাটা করতে আসা ভিড়ের চাপে বিধান সরণিতে পরপর দাঁড়িয়ে গিয়েছে গাড়ি। তার মধ্যেই গলার কাছে মাস্ক নামিয়ে ঘুরতে থাকা বেলঘরিয়ার বাসিন্দা মনীষা বললেন, “কিনতে কিনতে আসলে হাঁফিয়ে গিয়েছি।” একটু থেমেই তিনি বললেন, “ভুলেই গিয়েছিলাম, আসলে এই মাত্র খাবার খেলাম।” তাঁর সঙ্গে থাকা শিশুকন্যারও মুখে মাস্ক নেই। পরাননি কেন? মায়ের উত্তর, “বাচ্চা যখন গরমে কাঁদে, ভাইরাসও ভয়ে পালায়।”

■ শুভজিৎ বিশ্বাস, কসবার শপিং মল

কান থেকে ঝুলছে মাস্ক। কেন? সরশুনার বাসিন্দা শুভজিৎ বললেন, “মাস্ক থাকলে ভাল করে ফোনে কথা শোনা যায় না। এক জনের সঙ্গে মনের কথা হচ্ছিল, তাই খুলে ফেললাম।”

■ সৌরভ নন্দী, বাইপাসের শপিং মল

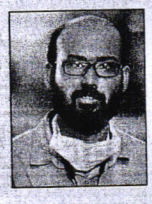

নিজেকে গবেষক বলে দাবি করা টালিগঞ্জের সৌরভের মাস্ক নামানো গলার কাছে। বললেন, “আমি গবেষক, জানি কখন কী করতে হয়। ভাইরাস একটা ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার ক্যানসার নিয়ে আমি কাজ করি।” তার জন্য করোনার ভয় নেই? মাস্ক মুখে দিয়ে উত্তর, “গরম লাগলেই কিন্তু আবার খুলে ফেলব।”

আনন্দবাজার ১২/১০/২০
কলকাতা সোমবার ১২ অক্টোবর ২০২০

■ **থিকথিকে:** পুজোর বাকি আর মাত্র দু'সপ্তাহ। রবিবার কেনাকাটার হিড়িকে পা ফেলার জায়গা নেই নিউ মার্কেট চত্বরে। *ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক*

উৎসবের জোয়ারে বাঁধ দিতেই পুজো অন্যরকম!

বিপদকালে বন্দনা

নীলোৎপল বিশ্বাস

"পাড়াটাকে তো বাঁচাতে হবে! করোনার পরিস্থিতিতে এমন পুজো করব কেন, যা দেখতে প্রচুর লোকে ভিড় করবেন?"— বলছিলেন কুমোরটুলি সর্বজনীনের পুজোকর্তা দেবাশিসবাবু জানান, পুজোর বাজেট ৮০ শতাংশ কমিয়ে সেই টাকায় আমপান বিধ্বস্ত এবং লকডাউনের পরে প্রায় অর্থশূন্য গ্রামগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। কুলতলির শ্যামনগর গ্রামের ১৯০টি পরিবারের পুজোর পোশাক এবং পুজোর চার দিনের খাবারের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। আগামী ১৭ অক্টোবর কুমোরটুলি সর্বজনীনের প্রতিমার চক্ষুদানের পরে ওই পুজোর উদ্যোক্তারা ছোট একটি দুর্গামূর্তি নিয়ে শ্যামনগর গ্রামে যাচ্ছেন। সেখানেই চার দিন ধরে ওই দুর্গা প্রতিমার পুজো করার পরিকল্পনা হয়েছে। তাঁর কথায়, "শ্যামনগরের গ্রামেই সেখানকার বাসিন্দাদের নিয়ে এ বার আর একটি পুজো করবে কুমোরটুলি। শহরে ভিড় বাড়িয়ে করোনা ছড়ানোর চেয়ে এই আনন্দ মঞ্চ হিসেবে দেখছি। পার্কে ঢোকার মুখে স্যানিটাইজ়ার টানেল রাখছি। দর্শনার্থীদের জন্য মাস্ক থাকছে। আর পার্ক জুড়ে বড় বড় হোর্ডিংয়ে করোনা-বিধি মেনে চলার বার্তা লেখা থাকবে।"

জনতার ঢল নামানো দক্ষিণ কলকাতার আর এক পুজো কমিটি ত্রিধারা সম্মিলনী এ বার ব্যানার-হোর্ডিংয়ে প্রচার করছে, 'এই অকালে বোধন হোক, উৎসব নয়।' পুজোর অন্যতম কর্তা দেবাশিস কুমার বললেন, "এ বার পুজো শুধুই নিয়মরক্ষার, সেটা বোঝাতেই এই হোর্ডিং। এ বার পুজোয় শুধু পাড়ার লোকেদের চাই। বাইরে থেকে কোনও দর্শনার্থী না এলেই খুশি হব।" ৭৪তম বছরে ত্রিধারা এ বার কোনও থিমই করছে না।

মনোহরপুকুর রোড এবং